টাকা পয়সা আদান প্রদান কীভাবে করবেন

by Indian Scientists Response to Covid
https://indscicov.in/

IndSciCovid

ব্যাঙ্ক নোট বা কাগজের/টাকার মুদ্রা যে সব রকমের জীবাণুর বাহক, এ কথা সর্বজনবিদিত। মুদ্রা কি করোনাভাইরাস বহন করতে পারে? এটিএম মেশিনের বোতামে, পর্দায়, ক্যাশ রেজিস্টারে অথবা বারকোড স্ক্যানারে কি ভাইরাস রয়েছে? এটিএম বা অন্যত্র যে কার্ডটি আপনি ব্যবহার করেন, তার মধ্যেও কি ভাইরাস থাকতে পারে? হ্যাঁ, এ সব জিনিসের ওপরই ভাইরাস লেগে থাকতে পারে! আর্থিক লেনদেনের সময় করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এর সম্ভাবনা কমানোর কিছু উপায় রইল এখানে।

করোনাভাইরাস কি কাগজের মুদ্রা/কয়েন/কার্ড এ লেগে থাকতে পারে?

বিশ্ব জুড়ে ব্যাঙ্ক নোট বা মুদ্রা জীবাণুর বাহক হিসেবে জ্ঞাত। এর মধ্যে ব্যাপক ভাবে চিহ্নিত জীবাণুটি হচ্ছে ই কোলাই (এই ব্যাক্টেরিয়াটি মানব দেহের অন্ত্রে থাকে, বিশেষ কিছু প্রকার ই কোলাই এর জন্য পেট খারাপ হতে পারে). আরো বেশি ক্ষতিকারক, এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণুও মুদ্রার মধ্যে পাওয়া গেছে। বেশিরভাগ সময়, এই জীবাণুগুলি জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় না, কিন্তু কোভিড-১৯ এর মহামারীর সময় আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে আপনি অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন।

একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে কাগজের মুদ্রার ওপর ৩ দিন অবধি করোনাভাইরাস লেগে থাকতে পারে। কয়েন এর ওপরও এতটা সময়ই (৩ দিন) লেগে থাকতে পারে করোনা ভাইরাস। ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড প্লাস্টিকের তৈরী, আর এগুলিতেও ভাইরাস লেগে থাকতে পারে। ক্যাশ ছাড়া অন্য উপায়ে টাকা লেনদেন/ ক্যাশলেস ট্রান্সাকশন এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কী প্যাড এবং মোবাইল ফোনের পর্দায়ও ভাইরাস লেগে থাকতে পারে।

সাধারণ নির্দেশিকা

বাড়ির বাইরে থাকার সময় আপনাকে মাস্ক পরে, নিজের মুখ স্পর্শ না করে, এবং অন্যের সঙ্গে ১-২ মিটারের দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। দোকানদার কিংবা জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিযুক্ত থাকলে/ডেলিভারি কর্মী হলে, দিনে নির্দিষ্ট সময় পর পর, নিজের হাত সাবান জল দিয়ে (অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে) পরিষ্কার করবেন।

যে আঙুল অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহার করেন, তাই দিয়ে টাকা পয়সা ধরুন বা কার্ড ব্যবহার করার উপযোগী যন্ত্র পরিচালনা করুন। আপনার ক্ষেত্রে এটি হতে পারে, প্রধানত যে হাত ব্যবহার করেন না সেটি (যেমন, ডান-হাতি লোকেদের জন্য বাঁ হাত) এবং সেই হাতের অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত আঙুল (যেমন, তর্জনীর পরিবর্তে অনামিকা) দিয়ে এটিএম এর বোতাম কিংবা ক্যাশ রেজিস্টার ইত্যাদি স্পর্শ করুন।

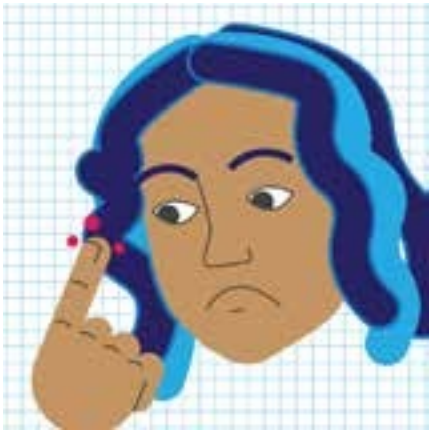

নিছক প্রয়োজন ছাড়া ব্যাঙ্কে না যাওয়ার চেষ্টা করুন। এটি গ্রাহক এবং ব্যাঙ্ক কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। যতটা সম্ভব ফোন ব্যবহার করে এবং অনলাইনে টাকা জমা বা লেনদেন জাতীয় ব্যাঙ্কের কাজ সারার চেষ্টা করুন।

সর্বোপরি, ক্যাশ, প্লাস্টিকের কার্ড বা আপনার ফোন ব্যবহার করে আর্থিক লেনদেনের পর দুটো কথা মনে রাখুন: নিজের মুখমণ্ডল (নাক, মুখ, চোখ) স্পর্শ করবেন না, যতক্ষণ না আপনি নিজের হাত সাবান এবং জল দিয়ে ধুয়ে নিয়েছেন।

এটিএম মেশিন ব্যবহার করে টাকা তোলা বা ক্যাশ জমা দেয়া/ ব্যাঙ্কের কাউন্টার

যখন এটিএম বুথে অন্য কেউ নেই তখনই সেখানে প্রবেশ করুন। সম্ভব হলে নিজের কুনুই/কাঁধ/পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলুন। বুথের ভেতর ঢোকার পর, একান্ত প্রয়োজন না হলে, চেষ্টা করুন কোনো জিনিস না ছুঁতে। যদি সম্ভব হয় তাহলে এটিএম ব্যবহারের আগে এবং পরে নিজের হাত হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত আঙুল ছুঁইয়ে এটিএম মেশিন পরিচালনা করুন। নিজের সঙ্গে টিস্যু রাখতে পারেন, যা দিয়ে এটিএম ব্যবহারের আগে ও পরে হ্যান্ড স্যানিটাইজার (অথবা ৭০% আইসোপ্রোপাইল এলকোহল) এর সাহায্যে এটিএম এর বোতাম মুছে নিতে পারেন। (যদি আপনি এই কাজটি করেন, তবে খেয়াল করে সেই টিস্যু একটি খাম অথবা ছোট ব্যাগে মুড়ে বাড়ি ফিরে তা সঠিক ভাবে পরিত্যাগ/বর্জন করবেন)

ব্যাঙ্কে যেতে হলে, সমস্ত রকম সাবধানতা অবলম্বন করুন, যেমন মাস্ক পরা, অন্যের সঙ্গে ১-২ মিটারের শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা। যেকোনো লেনদেনের আগে পরে চেষ্টা করুন হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে।

Image credits:
Ken Rinaldo, WHO, Unslpash, Sayantan, Indian News Express, Rabin,Shreya Dimri

ক্যাশ লেনদেন/ট্রানসাকশন

একজন দোকানদার কিংবা জিনিসপত্রের ডেলিভারি কর্মী হিসেবে আপনাকে হয়তো অন্য অনেকের চাইতে বেশি টাকা পয়সা নাড়াচাড়া করতে হয়। বোতলে সাবানের দ্রবণ ও জল রাখতে পারেন নিজের হাত পরিষ্কার করে নেবার জন্যে। সাবানের দ্রবণ তৈরী করতে, একটি বোতলে সামান্য সাবান ও জল নিয়ে মিশিয়ে নিন। এই দ্রবণ ব্যবহার করে ফেনা তৈরী করে হাত পরিষ্কার করে নিন এবং তোয়ালের সাহায্যে তা মুছে নিন। হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করেও নিজের হাত নিয়মিত পরিষ্কার করতে পারেন। টাকা রাখার জন্য আলাদা একটি বাক্স অথবা ছোট থলে রাখুন যা দিনে অন্তত একবার সাবান (অথবা আইসোপ্রোপাইল এলকোহল) দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে পারেন।

গ্রাহক হিসেবে যখনই আপনি টাকা পয়সায় হাত দেবেন তখনই আপনাকে খেয়াল করে নিজের হাত সাবান (অথবা স্যানিটাইজার) দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে, বিশেষ করে নিজের মুখ ছোঁয়ার আগে। বাড়িতে, নিজের টাকা রাখবার থলিটি/ওয়ালেট/মানি ব্যাগ, টাকা পয়সা অন্য জিনিসের থেকে দূরে একটি আলাদা জায়গায় রাখুন।

(যদি কাগজের নোট এবং পয়সা ধুতে চান, তাহলে তা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফ্যানের নিচে অথবা রোদে শুকোতে পারেন। এইসব বস্তু এই প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কিন্তু তা জোরে ঘষবেন না অথবা আগুন কিংবা ওভেন ব্যবহার করে এগুলো শুকোতে যাবেন না!)

ক্যাশ রেজিস্টার/ টাকা গণনার মেশিন/ কার্ড মেশিন

আপনি যদি দোকানদার কিংবা কেশিয়ার হন, তাহলে নিয়মিত নিজের হাত সাবান (অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার) দিয়ে পরিষ্কার করুন। কাজের সময়, পর্যায়ক্রমে ক্যাশ বাক্স/ক্যাশ রেজিস্টার/কার্ড রিডার/টাকা গোনার মেশিন সাবান জলে ভেজানো কাপড় অথবা ৭০% আইসোপ্রোপাইল এলকোহল দিয়ে মুছে নিন। যদি ক্যাশ/পেমেন্ট কাউন্টারের দায়িত্বে থাকা কর্মীর বদল হয়, তাহলে তার জায়গায় যিনি কাজে আসছেন তাকে কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার আগে সেই কর্মীকে মেশিনটি পরিষ্কার করে নিতে হবে (এ ক্ষেত্রে, মেশিনের নির্মাণকারীর প্রদত্ত নির্দেশাবলী অবশ্যই পড়ুন, যাতে যন্ত্রটির কোনো ক্ষতি না হয়)

অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত আঙুল দিয়ে কার্ড মেশিন (অথবা অন্য কোনো ধরণের যন্ত্র/ স্ক্রিন বা পর্দা) পরিচালনা করতে চেষ্টা করুন।

যদি চান, তাহলে কার্ড পরিষ্কার করতে পারেন সাবানে ভেজানো কাপড় অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে। জোরে ঘষবেন না: ম্যাগনেটিক অংশটি পেন্সিল রাবার দিয়ে আস্তে করে পরিষ্কার করে নিতে পারেন-- এই উপায় অবলম্বন করলে, এটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

ফোন পেমেন্ট

যদি অনলাইনে টাকা আদান প্রদান করতে আপনার মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, তাহলে কাজ শেষ করে (অথবা বাড়ি পৌঁছে) সেটি হ্যান্ড স্যানিটাইজার / ৭০% আইসোপ্রোপাইল এলকোহল দিয়ে পরিষ্কার করে নিন।